OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 446 - 451
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল বাশারের ‘সঈদা বাঈ’ (১৯৮৯) : নবাবিয়ানা, রাজনৈতিক সংকট এবং বাইজিদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান

ড. জিনিয়া পারভীন
Email ID : jiniaparveen1988@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Nawabiana, Baiji system, Vote-centered politics, Patriarchy, Muslim women's rights.

Abstract
Abul Bashar's 'Sayida Bai' is written about the background of the life of the people of Kashdiara village in Murshidabad and various political parties. Abul Bashar has depicted the luxurious life of Bengal Nabab in his narrative. Baiji system is one of the part and parcel of their luxury and the Baijis' life was safed and blessed. The people of the area want to keep it up Nawabiana. But changing time and political chaos disrupted their lives. So, the life of Baiji is disoriented today. The vote-centered politics and corruption also is disturbing the common people. Bashar talked about Baiji system, Political ideologies in his Novel. He wanted to focus on women's dreams, hopes and aspirations. Bashar documented the degradation of Nawabiana, Life of Baiji and domestic politics etc. in his Novel. Basically, he focused on muslim society and its Patriarchy, the crisis of Muslim women's rights and this is relevant today.

Discussion

মুর্শিদাবাদ জেলার কাশদিয়াড়া গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পটভূমিকায় রচিত আবুল বাশারের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস হল ‘সঈদা বাঈ’। উপন্যাসটির আখ্যানের প্রতিবেদনে রয়েছে কাশদিয়াড়া গ্রামের মুখ্য মুখ সঈদা। সঈদা ও তাঁর স্বামী ফেরুর বর্তমান জীবন, সঈদার বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরজা রয়েছে উপন্যাসের নিউক্লিয়াসে। ভোটের হিংসাত্মক রাজনীতিতে একজন শ্রেণিচ্যুত বাইজির কীভাবে স্বপ্নপ্রয়াণ ঘটেছে তা-ই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। এরই পাশাপাশি তিনি অবক্ষয়িত নবাবিয়ানা, মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থান, তাঁদের কৃষ্টি-কালচার, ভাষাসমস্যা ইত্যাদিকেও উপন্যাসের ন্যারেটিভে তুলে ধরেছেন।

গ্রামের কল্পিত নাম কাশদিয়াড়া, এই গ্রাম থেকেই আখ্যানের শুরু। এই গ্রামের প্রতিটি পুরুষ নিজেদের নবাব ভাবে। নবাব নেই, নবাবিয়ানার সমাপ্তি ঘটেছে, কিন্তু এখানকার প্রতিটি পুরুষের নবাবি মন আজও ছুটি পায়নি। তাই বাংলা ভাষা ব্যবহারের চেয়ে উর্দু বা উর্দু মেশানো বাংলা ভাষা ব্যবহারের দিকেই তাদের ঝোঁক প্রবল। পেশা সকলের টাঙ্গা চালানো। নেতা ভাটু বাবুর টাঙ্গায় সকলে ভাড়ায় খাটে। মহরমের লাঠি খেলা, ব্যারা উৎসবে বাজি পোড়ানো এগুলো যেমন উৎসব তেমনই ভোট তাদের কাছে একরকম উৎসব। কাশদিয়াড়ার ভোট কোনো নেতার শুধু শুধু মেলে না। ভোট নিতে হলে ভোটের দিন সকালে টাঙ্গা পাঠাতে হয়। সকালবেলায় সেজে-গুজে টাঙ্গায় চেপে সেই দলকে ভোট দিয়ে আসে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাশদিয়াড়ার মানুষ। ভাটু বাবু এই গ্রামের নেতা এবং সকলে তাকেই ভোট দেয়। সকলের জন্য টাঙ্গা ব্যবস্থা করেন তিনি, আর তার ভোট জোগাড় করে দেয় ফেরু ও তাঁর বউ সঈদা।

পিংকু কলেজের ছাত্র এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সদস্য। হুগলি জেলা থেকে কাশদিয়াড়ায় এসেছে দলের নির্বাচনের কাজে। এই গ্রামে এসে সঈদার সাথে পিংকুর ধীরে ধীরে ভাব হয়েছে। গ্রাম এবং সঈদার পূর্বজীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছে পিংকু। সঈদার উপর তাঁর স্বামী ফেরুর অত্যাচার দেখেছে সে। সঈদা বাঁজা বলেই তাঁকে একা আলাদা ঘরে থেকে বিড়ি বেঁধে রোজগার করে খেতে হয়। ফেরুর অন্য বউ এবং বাচ্চা ফেরুর সাথে ফেরুর রোজগারে খেতে পায়। কিন্তু অত্যাচারের শিকার শুধু সঈদা। ফেরু সঈদার ঘরে বন্ধু এনে তারি খেয়ে মাতলামো করে এবং তার প্রতিবাদ করায় শাস্তিস্বরূপ সঈদার মুখে তারির গেলাস ধরে ফেরু। শুধু তাই নয়, ফেরুর প্রথম বউ সালেহার ছেলে খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেলে সঈদা তাকে বাঁচানো সত্ত্বেও শুনতে হয়েছে গালাগালি। ফেরু সঈদার গালে চড় কষে দিয়েছে। সালেহা সঈদাকে বাঁজা, বান্দি, ডাইনি ইত্যাদি বলেছে। বাঁজা মেয়েতে সালেহার ছেলেকে ছোঁয়ায় তার ছেলের নাকি ক্ষতি হতে পারে। বর্তমান সময়ে এসেও বাঁজা নারীকে এভাবে দোষারোপে বিদ্ধ করা হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই দহনজ্বালা দেখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা বলেন –

> "সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের; এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের। আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য করো।"[১]

পিংকু সঈদাকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছে। সঈদাকে পিংকুর দিদি সম্বোধন করে ডাকায় প্রথম সঈদা সম্মানবোধ করেছে। পিংকুর প্রতি আলাদা স্নেহ তৈরি হয়েছে সঈদার মনে। এর আগে অন্য কোনো পুরুষ তাঁকে এভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলেনি। পরবর্তীতে ভাটু বাবুর পরিবর্তে পিংকুর হয়ে ভোট প্রচার করেছে সঈদা। সঈদা প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিজদায় মাটি ছুঁইয়ে কসম করিয়ে নিয়েছে তারা যেন পিংকুকে ভোট দেয়। তাই ভোটের আগে সকলকে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে গিয়েছে। কিন্তু ভাটু বাবুর টাকা কেউ নেয়নি। তাই ভোটের আগের রাতে ভাটু বাবুর নেতৃত্বে ফেরু আর তার দলবল কাশদিয়াড়ার প্রতিটা বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। পিংকুকে উলঙ্গ করে ফেলে দিয়ে এসেছে মাঠে। এই আগুন থেকে রেহাই পায়নি ফেরুর পোষা ঘোড়া ও স্ত্রী সঈদাও। সঈদার নতুন জীবনের স্বপ্ন স্বামীর লাগানো আগুনে দেহের সাথে পুড়ে লীন হয়ে গেছে। তবু কাশদিয়াড়ায় ভোট হয়েছে। পরদিন সকালে ভাটু বাবুর দেওয়া নতুন শাড়ি পড়ে টাঙ্গায় চড়ে মেয়েরা ভোট দিতে গিয়েছে। এইসব দেখে পিংকুর মনে হয়েছে ভারতবর্ষ যেন এভাবেই রোজ পুড়ছে। কিন্তু তাদের থেমে থাকলে চলবে না। চোখের জলকে আগুনে পরিণত করে তাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আবুল বাশার জীবনকে দেখেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে। নিজে একজন বামপন্থী নেতা হওয়ায় তাঁর উপন্যাসে বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। বর্তমান উপন্যাসে তিনি হতদরিদ্র টাঙ্গাচালক নেতা নবাবের মুর্শিদাবাদী কাহিনি তুলে ধরেছেন। সেই সাথে এক শ্রেণিচ্যুত বাইজির স্বপ্নপ্রয়াণ দেখেছে পাঠক। জীবনের গতিপথে সাধারণ নারীর থেকে বাইজির স্থান যে স্বতন্ত্র তা তিনি দেখিয়েছেন। আবুল বাশার উপন্যাসে নবাবি পরবর্তী সেই সময়কে তুলে ধরেছেন যেখানে নবাবি আমল শেষ হয়ে গেলেও মানুষের নবাবি মন ছুটি পায়নি। যেখানে রাজত্ব নেই কিন্তু রাজনীতি আছে। প্রতিটা দল নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনে আগ্রহী। নীতি, আদর্শ সেখানে নেই। আর ঠকার বিনিময়ে ভোট কেনা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে লেখক বামপন্থী দলের নীতি, আদর্শকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার অপশাসনের কাছে হার মেনেছে নীতি, আদর্শ সবকিছুই। নয়ের দশকের প্রাক্‌মুহূর্তে লেখা এই উপন্যাসে যার কয়েকশো বছর আগেই নবাবি শাসনের বিনাশ হয়েছে, কিন্তু আজও যে নবাবিয়ানার ছিটেফোঁটা মানুষগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে তা লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। জীবনের দাবিকে তারা পেশা করতে চায়নি নবাবিয়ানার মাধ্যমে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে না হলেও মানসিক দিক দিয়ে এই নবাবি মনটাকে ধরে রেখেছে কাশদিয়াড়ার মানুষ। ভোটকে কেন্দ্র করে এই সত্তা বেশি করে প্রস্ফুটিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভোট সেইসব মানুষের কাছে উৎসব। নবাবের ব্যারা উৎসবের যে ঐতিহ্য, তার এক ভাজ করতে হাফ ছাড়তে হয়, তাই ভোটই এখন প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভোট হয় টাঙ্গার বিনিময়ে,

> "টাঙ্গা ভেজদো, ভোট হো যায়েগা। ওরৎ বিনা টাঙ্গাকে যায়েগি কৈসে। টাঙ্গা লেকর আইয়ে, ঈমানদারিসে কাম হো যায়গা, ভোট মিল যায়েগা।"[২]

শুধু টাঙ্গা চড়ে ভোট দেয়ার মধ্যে নবাবিয়ানা নয়, কথাবার্তায় নবাবিয়ানার প্রকাশ দেখা যায় তাদের মধ্যে। তাই উর্দু মেশানো ভাঙা ভাষায় কথা বলে।

নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে নির্বাচনের কাজে কাশদিয়াড়ায় এসেছে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনের সদস্য পিংকু। তার কর্মক্ষেত্র এই কাশদিয়াড়া গ্রামে তাকে প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে হয়েছে। মানুষের কাছে তার বক্তব্য স্থাপনের অভিজ্ঞতাহীনতা এবং ভাষা বোধগম্য না হওয়ায় বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ। গ্রামের নারীদের উপহাস উপেক্ষা করে পথচলার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার বাধা টপকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৃঢ়সংকল্প তার। পুরাতন রাজনৈতিক দল যে নীতি গঠন করেছে এই অশিক্ষিত মানুষগুলোর মধ্যে তার বেড়াজাল ভাঙা খুব সহজ নয়। আর সেই নীতির পথে পথচলার আদর্শ বামপন্থী দলের নেই। আর চাইলেও সেই পথে হাঁটতে পারবে না তারা। কারণ এই দলটির কর্মী-নেতা-সংগঠন-আদর্শ সবকিছু থাকলেও অর্থ নেই। অর্থব্যতীত তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার একমাত্র উপায় জনসংযোগ। কিন্তু ভাষার বোধগম্যহীনতা প্রধান অন্তরায়। ধীরে ধীরে গ্রামকে উপলব্ধি করেছে, জেনেছে গ্রামের মানুষকে, জেনেছে সঈদাকে। দেখেছে ফেরুর সঈদার প্রতি অমানবিক অত্যাচার। বাঁজা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরূপ মনোভাব ও মাতলামোর দৌরাত্ম্য মুখ বুজে সইতে হয়েছে। যে জীবন কোনও নারী কামনা করে না সেই বাঁজা জীবনের জন্য আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানিয়েছে,

> "শুকরিয়া খোদা কী, মেহেরবানী আল্লাহ কীনাইতো ফেরু নবাবের জারজ বাচ্চা পয়দা হয়ে সারা ঘর আমার হাবিয়া দোজখ হয়ে যেত।"[৩]

বর্তমান বিড়িওয়ালি সঈদার জীবন শুরু যাত্রাদলে নাচের মধ্য দিয়ে। মা রৌশন বাঈয়ের তালিমে বাচ্চা বয়সেই নাচ শিখে উপার্জনের পথে নেমে যেতে হয়। তাদের জীবনে এখনও নবাবি আত্মাবাবাজির নেশাভরা উৎসব নিরন্তর চলছে। প্রতিনিয়ত ঘর বাঁধার পাগলামি তাদের তাড়া করে চলেছে, কিন্তু ঘর পাওয়া হয়নি। অন্যদিকে যাত্রাদলের গীতিকার লুকমান মির্জা নবাবিয়ানা অন্তরে না রেখে বাঙালি হয়ে উঠেছে। তার গলায় ছিল রাবীন্দ্রিক স্বরের আর্তিময় প্লাবন, যার স্বাদে নিজে ভিজে গেলেও তা সঈদার কাছে চাপা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। নবাবি মনকে সিন্দুকে বন্দি রেখে লুকমান মির্জা নিজেকে শুধু লুকমান করে তুলেছে। তার এই নবাবিয়ানার নামকরণ করেছিল 'মুতা নবাব'। এই লুকমান দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জীবনে অর্জিত চোখের জলে বেড়ে ওঠা আমিত্ব দান করেছে রবীন্দ্রনাথকে,

> "চোখের জলই অর্জন করেছি ঠাকুর। আমায় কে নেবে? তুমিই নাও।"[৪]

নবাব পুত্রের এ হেন রাবীন্দ্রিক প্রেম দেখে জ্বলে উঠত বাইজি রৌশন বাঈ। লুকমান বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল তামাম মুতা নবাবি সন্তানদের। বিদ্যাসাগরী বর্ণবোধের আদর্শে গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে করেছিল তার প্রয়াণ ঘটেছে নবাব আহম্মদজানের প্রতিরোধে। বাইজিদের কঠিন জীবনসংগ্রাম দেখিয়েছেন বাশার তাঁর উপন্যাসে। তাঁদের জীবন বেঁধে দেওয়া জীবন, যার অধিকার দাবি করে মালিক থেকে কর্মচারী। এই জীবনসত্য মেনে নিয়ে রৌশন বাঈ বলেছে,

> "বাইজির ভোগ নবাবে। পয়লা নবাবকে দিয়ে শুদ্ধ করিয়ে তারপর এই দেহ কুকুর বিড়ালকেও দেওয়া যায়। তাতে কোনো পাপ থাকে না।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লুকমানের রাবীন্দ্রিকতায় অসন্তুষ্ট হলেও কোথাও সঈদার মনে প্রেমিকাসত্তা তৈরি করেছিল লুকমানের জন্য। রাতের অন্ধকারে শরীরের রাশ লুকমানের হাতে ছেড়ে দিলেও যৌনসঙ্গী করেনি তাকে। তবু এই বাহ্যিক মিলনের সাক্ষী হয়ে গিয়েছিল অমর। তার মালিকানার জোরে দাবি করেছে সঈদার দেহ। সেই দাবিত্ব আরও জোরালো করতে লুকমান সঈদার মিলনকাহিনি রৌশনকে শুনিয়েছে অমর। মেয়ের দেহকে নষ্ট করার যে খেলায় রৌশন মেতেছে তা দেখে আঁতকে ওঠে পাঠক। মেয়েকে একা ঘরে রেখে অমরকে ডেকেছে বাড়িতে। ভাঙা বাংলায় একটি চিঠি লিখে গিয়েছে,

> "এই বাড়ি, আমার মেয়ে আর রাত্রিটা তোমায় দিয়ে গেলাম।"[৬]

উৎসর্জিত দেহকে অমরের হাত থেকে রক্ষা করার সর্বত চেষ্টা করেছে সঈদা। সে বলেছে,

> "সদকাহুঁ ম্যায়। সব কুছ ম্যায়নে দে দিয়া উসিকে পাঁও পর, নবাব মুঝে লে লিয়া, দাখিল কিয়া দিল পর।"[৭]

সেই রাতেই মাতাল হয়ে ভোগ করতে চেয়েছে সঈদাকে। তবু নিজের দেহকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছে সঈদা। সারারাত্রি রাস্তায় রাস্তায় খুঁজেছে তাঁর নবাবকে। ফিরে এসে অমরকে আর পায়নি ঠিকই, কিন্তু অমরের কঠিন দহনজ্বালার বীভৎস নিশানা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে সঈদা। ভোর রাতে ফিরে আসা লুকমানকে অভিমানের তীব্র বাণে বিদ্ধ করেছে সঈদা-

> ১. "তাবৎ রাতে এ-দেহে গোলাপ ফুটেছে। কাঁটায় ছিড়েছে হৃদয়। আমি অপেক্ষা করেছি। তুমি এলেনা। তুমি বড় পাপী গো। আমায় এভাবে ঠকালে কেন নবাবজাদা?"[৮]

> ২. "তোমায় আমি ক্ষমা করব না। যে হরিণী আপন মাংসে বৈরী নিজেরই। কেমন করে নিজেকে শহরের পথে পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াল। রক্ষা করে ফিরল। এর বুঝি দাম নেই?"[৯]

জীবনের দগ্ধ অভিযোগ, নিঃসহায় কান্না আর অস্থির দিশেহারা ভাবাবেগ সঈদার মতো বাইজিদের চালিত করে। সঈদা তাই ভাবেনি ফেরুকে ঠিক কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে। রাতের অন্ধকারে তাই ফেরুর টাঙ্গাই চেপে মতিঝিলে চলে গিয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে একাকী নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে ফেরু। শিশির ভেজা ঘাসে জোর করে নামিয়ে এনেছে সঈদাকে। সঈদার প্রথম যৌনসঙ্গী হয়ে উঠেছে ফেরু। সঈদা বুঝেছিল এই দেহে নারীর সতীত্ব বলে কিছু নেই। অমরও তার কামনা চরিতার্থ করেছে সঈদাকে ভোগ করে। গর্ভে তার সন্তান দিয়েছে। সেই ভ্রূণকে নিষ্কাশন করতে গিয়ে চিরতরে মাতৃত্বের ক্ষমতাকে হারিয়েছে। তারপরই সে ফেরুর ঘরনি হয়েছে। আসলে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারীর জীবন কণ্টকময়। তাঁদের বেঁচে থাকাটাই ভয়ানক কষ্টের। সমালোচক যথার্থই বলেছেন -

> "তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিত কাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়।"[১০]

অথচ নারীই ভ্রান্ত পথিকের ধ্রুব নক্ষত্ররূপিণী। স্নেহ, কোমলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের অধিকারিণী হওয়ায় প্রকৃত মানব গঠনে নারীই প্রধান সহায়। এই কারণে কাজী নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় বলেছেন -

> "কোন কালে একা হয়নি ক' জয়ী পুরুষের তরবারী/প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়-লক্ষ্মী নারী!"[১১]

ফেরুর কাছে সঈদা আর বাইজি নয়। সে মুতা, সে বাঁজা, সে বেশ্যা, সে পাপী। সঈদা ফেরুর সন্তানকে ছোঁয়ায় মরে যাবে এমন গ্রামীণ কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে ফেরু সঈদার প্রতি অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া, এরকম আরও দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সাথে বামপন্থী সমাজদরদি মনোভাবাপন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। বিনা স্বার্থে রাহেদাকে সুস্থ করে তুলেছে যেখানে সে কোনও ভোট পাবে না জেনেও। আবার ফেরুর পিংকুর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘটনাও দেখেছে মানুষ। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত উপন্যাসে একটা বৃহত্তর জায়গা জুড়ে আছে। পাঁচটি রাজনৈতিক দল থাকলেও সবার ক্ষমতা সক্রিয় নয়। এর মধ্যে দুটি দল ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইয়ে নেমে ভোট বৈতরণী পার করতে চেয়েছে আর হতদরিদ্র বামপন্থী দল নীতি-আদর্শ ও কৌশলী রাজনীতি অবলম্বন করেছে। বিরোধীদল বিপরীত শক্তিকে পরাস্ত করার কৌশল তৈরি করেছে। কেউ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, কেউ মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট প্রচার করেছে। বামপন্থী দলের নেতা নীতি-আদর্শকে সামনে রেখে বলেছেন -

> "আমাদের তত্ত্বে আছে জনগণকে শেখাও, তাদের কাছে শেখো। আমরা সবচেয়ে বেশি করে শিখব মানুষের চোখের জলের কাছে। ফ্রম দ্য টিয়ার্স অব সঈদা বাই।"[১২]

স্বভাবতই বোঝা যায় সঈদাকে আর তাঁর চোখের জলকে হাতিয়ার করতে চেয়েছিল তারা।

ভোটের ভয়ানক রাজনীতির শিকার হয়েছে গ্রামবাসী এবং সঈদা। যে নতুন জীবনের স্বপ্ন পিংকুর কথায় দেখেছিল সঈদা সেই স্বপ্নের কবর হয়েছে স্বামীর হাতে প্রকারান্তরে রাজনীতির হাতে। এক হতদরিদ্র দলের হয়ে সঈদা ভোট জোগাড় করেছে। এখান থেকেই স্ত্রীর প্রতি তীব্র রাগ তৈরি হয়েছে ফেরুর। ভোটের আগের রাতে ভয়ানক দৃশ্যের সাক্ষী থাকে গ্রামবাসী। প্রতিটা বাড়ি পুড়েছে কাশদিয়াড়ার। কিন্তু মন পোড়েনি। সঈদার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু কাশদিয়াড়ার ভোটের উৎসব বন্ধ হয়নি। গৃহহীন মানুষগুলোই নবাবিয়ানা বজায় রেখে টাঙ্গা চড়ে ভোট দিয়ে এসেছে। ফেরু বুঝেছে রাজনীতির কবলে পড়ে তার ঘর পুড়েছে, তার মন পুড়েছে। রাজনীতির এই কবলে পড়ে অজস্র সঈদা এইভাবে শেষ হয়ে যাবে।

তারাশঙ্কর যেমন তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন তেমনই আবুল বাশার তাঁর 'সঈদা বাঈ' উপন্যাসের আখ্যানে অবক্ষয়িত নবাবিয়ানাকে চিত্রিত করেছেন। ঔপন্যাসিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন -

> "নবাবি কালচারটাই ওই উপন্যাসে উঠে এসেছে। ওখানে যে নায়ককে দেখা যায় পার্টির হয়ে কাজ করতে, সেটা আমি নিজেই। আমারই একটা আত্মপ্রক্ষেপ আছে ওই উপন্যাসের মধ্যে। আমার ভাবনাটাকেই ওভাবে দেখিয়েছি। এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ওখানে যে দুর্নীতির কথা আছে, সেটাও সত্য।"[১৩]

সেই নবাবিয়ানায় বিলাসিতার প্রধান অঙ্গ ছিল বাইজিপ্রথা। যেখানে বাইজিদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। এখানকার জনগণ নবাবিয়ানাকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু যুগের পটপরিবর্তনে, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে এবং কায়েমি স্বার্থের অপঘাতে সবকিছু আজ ছন্নছাড়া। সঈদা বাঈদের জীবনও আজ দিশেহারা। একবিংশ শতাব্দীর ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির ক্রিয়াকর্ম, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের আশ্রয় ইত্যাদির সূচনাপর্ব ছিল নয়ের দশক। সেই অবক্ষয়কেও লেখক তুলে ধরেছেন। অন্য রাজনীতির মতাদর্শের কথা বললেও সেগুলির নাম করেননি তিনি। কিন্তু বাম রাজনীতির প্রতি লেখকের পক্ষপাত যে প্রখর ছিল তা উপন্যাসের আখ্যানে অত্যন্ত প্রকট। সবচেয়ে বড় কথা, পুরুষতন্ত্রের বেড়াজালে, রাজনৈতিক কূটকৌশলে ও ব্যক্তির স্বার্থপরতার বাহুবলে কেমন করে শেষ হয়ে গেছে নারীর বাঁচার স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা তা আখ্যানের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আবুল বাশারের 'সঈদা বাঈ' অবক্ষয়িত নবাবিয়ানা, মুসলিম সমাজের ভোটকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কূটকৌশলে দলাদলি-খুন-রাহাজানি, মুসলিম নারীর স্বাধিকারের সংকট তথা বাইজিদের স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস ইত্যাদির দলিল।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *পঞ্চভূত,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩০৪, পৃ. ৪৪
২. বাশার, আবুল, *সঈদা বাঈ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯, পৃ. ১১৫
৩. তদেব, পৃ. ১১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 48
Website: https://tirj.org.in, Page No. 446 - 451
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪. তদেব, পৃ. ১৩৪
৫. তদেব, পৃ. ১৪৩
৬. তদেব, পৃ. ১৪৪
৭. তদেব, পৃ. ১৪৪-৪৫
৮. তদেব, পৃ. ১৪৭
৯. তদেব, পৃ. ১৫৭
১০. রায়, ভারতী (সম্পা.) *নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা,* আনন্দ, ২০০২, পৃ. ৬৬
১১. ইসলাম, নজরুল, *নারী, সঞ্চিতা,* ডি. এম লাইব্রেরি, ১৯২৮, পৃ. ৭৯
১২. বাশার, আবুল, *সঈদা বাঈ,* দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১
১৩. আমি আধুনিক নারীবাদী লেখক : আবুল বাশার (সাক্ষাৎকার), সুখপাঠ, অক্টোবর ২০২১, পৃ. ৪